আমাদের সময়

তারিখ ... 26 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

আমাদের সময়
বুধবার ২৬ আগস্ট ২০১৫
১১ ভাদ্র ১৪২২

বিদ্যালয়ের জমি দখল

কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে

নানা পন্থায় রাজধানীর ২৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫৪টি বিদ্যালয়ের জমি, ভবন, শ্রেণিকক্ষসহ বিভিন্ন স্থাপনা দখল করে রেখেছে প্রভাবশালী মহল, সংগঠন– এমনকি সরকারি প্রতিষ্ঠানও। গতকাল আমাদের সময়ের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে আসে। বিদ্যালয়ের জমিতে আছে ওয়াসার পাম্প, কমিউনিটি সেন্টার, গ্যারেজ, দোকান ও ক্লাবঘর। কোনো বিদ্যালয়ের জমিতে গড়ে উঠেছে কাঁচাবাজার, মসজিদ ও ঈদগাহ। বস্তিবাসী থেকে শুরু করে অবাঙালিরাও দখলে রেখেছে কয়েকটি বিদ্যালয়ের জমি। গণমাধ্যমে প্রায়ই খবর আসে, নদী-জলা, সড়ক-মহাসড়ক, পরিত্যক্ত ভূমি, অর্পিত-অনাগরিক সম্পত্তি সরকারের কবল থেকে ক্রমেই অবৈধ দখলদারের হাতে চলে যাচ্ছে। এসবের প্রতিকারের পরিবর্তে আবার যখন একই বিষয় সংবাদ শিরোনাম হয়ে আসে, তখন বিষয়টিকে কিছুতেই খাটো করে দেখার সুযোগ থাকে না। সরকারের উদাসীনতায় এসব বিদ্যাপীঠের জমি দখলের একটি কৌশল হিসেবে বেছে নেওয়া হয় 'মাজার' নির্মাণ। এটি রাষ্ট্রের নিজস্ব সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

> শিশুদের পাঠদানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি জাতি গঠনের জন্য অতীব জরুরি, এটি মাথায় রেখে বিদ্যালয়গুলোর বেদখল হওয়া সম্পত্তি যেমন দখলমুক্ত করতে হবে, তেমনি অবৈধ দখলকৃত সরকারি অন্যান্য সম্পত্তি মুক্ত করার ক্ষেত্রেও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে

সারা দেশে অবৈধ দখলদারদের কবল থেকে সরকারি সম্পত্তি উদ্ধারে সুষ্ঠু ভূমিনীতি প্রণয়ন করে ভূমিসংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করার দাবি রয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে।

এ পরিস্থিতির অবসান হওয়া দরকার। বিদ্যালয়ের দখলকৃত স্থান বিদ্যালয়কে ফিরিয়ে দিতে হবে। সরকারকে যেমন নিজের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাতে হবে, তেমনি বাকিদের কবল থেকে বিদ্যালয়গুলোকে রক্ষা করতে হবে। শিশুদের পাঠদানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি জাতি গঠনের জন্য অতীব জরুরি, এটি মাথায় রেখে বিদ্যালয়গুলোর বেদখল হওয়া সম্পত্তি যেমন দখলমুক্ত করতে হবে, তেমনি অবৈধ দখলকৃত সরকারি অন্যান্য সম্পত্তি মুক্ত করার ক্ষেত্রেও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকার দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর হবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা।